রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ৩০, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ ভাদ্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩০ আগস্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২৪৯–প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ-সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান গত ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। খান টিপু সুলতান আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর-৫ মণিরামপুর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পঞ্চম, সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন।

৩। খান টিপু সুলতান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ ভাদ্র ১৪২৪/২৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

১৩ ভাদ্র ১৪২৪
ঢাকা: ----------
২৮ আগস্ট ২০১৭

প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক সংসদ-সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান গত ১৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

খান টিপু সুলতান ১৯৫০ সালে খুলনার ডুমুরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে যশোর শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব এবং ১৯৬৮ সালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে যশোর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে বৃহত্তর যশোর জেলায় ছাত্রসমাজকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের প্রথম হানাদারমুক্ত জেলার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৃহত্তর যশোরের মুক্তিযুদ্ধে খান টিপু সুলতানের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে খান টিপু সুলতান যশোর জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। অতঃপর তিনি ১৯৭২ সালে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হন। এ নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রনেতা শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নৃশংসভাবে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নিহত হলে এই অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু-অনুসারী প্রকাশ্যে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন; ফলে তাঁকে ৪ বছর কারান্তরীণ থাকতে হয়। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে ১৯৭৯ সালে যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৯৫ সালে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন তিনি। যশোর-৫ মণিরামপুর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পঞ্চম, সপ্তম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন জননন্দিত এই রাজনীতিবিদ।

অ্যাডভোকেট খান টিপু সুলতান-এর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল।

মন্ত্রিসভা খান টিপু সুলতান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd